তারিখ 26 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

সংবাদ

বদরগঞ্জের কাঁচাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ : তদন্ত

প্রতিনিধি, বদরগঞ্জ (রংপুর)

রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার লোহানীপাড়া ইউনিয়নে অবস্থিত কাঁচাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওয়াদুদ মণ্ডলের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ এনেছেন এলাকার লোকজন। সব অভিযোগের তদন্ত দাবিতে গণস্বাক্ষর সংবলিত ওই অভিযোগপত্র জমা দেয়া হয়েছে ইউএনওর কাছে। আর সবগুলো অভিযোগ তদন্ত করতে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে। ইউএনও জানিয়েছেন- তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অভিযোগের মধ্যে রয়েছে- সহকারী শিক্ষক নিয়োগের নামে এলাকার শিক্ষিত যুবকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া, নীতিমালা উপেক্ষা করে বিদ্যালয় পরিচালনা করা, বিদ্যালয়ের চার একর আবাদি জমি গোপনে বন্ধক রাখা, বিদ্যালয়ের ১৫ বান্ডিল ঢেউটিন গোপনে বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ করা, শিক্ষার্থীদের বেতনের অর্থ পকেটস্থ করা ইত্যাদি। আর এসব অনিয়ম ঢাকতে তিনি গোপনে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য আহবায়ক কমিটি করারও অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এলাকার লোকজন জানিয়েছেন- ওই প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকে শিক্ষক, অভিভাবক এবং এলাকার লোকজনকে নানা গ্রুপে বিভক্ত করে রেখেছেন। তার উদ্দেশ্য একটাই- সবাই যেন একত্রিত হয়ে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে না পারেন। কারণ তিনি নিজের ইচ্ছেমতো বিদ্যালয় পরিচালনা করতে চান। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শিক্ষক জানিয়েছেন- প্রধান শিক্ষক স্বীয় স্বার্থের কারণে গোপণে চার একর আবাদি জমি নিজের লোকজনের কাছে বন্ধক রেখেছেন। এর ফলে বিদ্যালয় লাখ লাখ টাকার উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এব্যাপারে জানতে চাইলে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির আহবায়ক পলিন চৌধুরী বলেন, ওয়াদুদ মণ্ডল খুবই ধুরন্ধর। তিনি অফিস সহকারী মোকলেছার রহমানের সহযোগিতায় সীমাহীন অনিয়ম করেই যাচ্ছেন। তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগের নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার কারণে জনরোষ থেকে বাঁচতে এক সময় তিনি (প্রধান শিক্ষক) বিদ্যালয়ে যাতায়াত বন্ধ করেছিলেন। ফলে বিদ্যালয়ের স্বার্থে পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব নিয়ে লোকজনের সাথে দফায় দফায় আলোচনা করে সেসবের সুরাহা করেছি। এমনকি যেসব শিক্ষক নিয়োগ পেয়েও বেতন-ভাতা পাচ্ছিলেন না তাদের বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করেছি। এরপর যে কি হলো ওই প্রধান শিক্ষক কাউকেই তোয়াক্কা করছেন না। নিজের খেয়াল খুশিমতো বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন এবং নানা বিশৃঙ্খলার জন্ম দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে জানতে ইউএনও রাশেদুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগ প্রাপ্তির কথা স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি তদন্তের জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ফজলে এলাহীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, তদন্তের জন্য এখনো দিনক্ষণ ঠিক করা হয়নি। তবে দু'/চার দিনের মধ্যে দিনক্ষণ জানিয়ে প্রধান শিক্ষককে পত্র দেয়া হবে। এদিকে প্রধান শিক্ষক ওয়াদুদ মণ্ডলের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, কে অভিযোগ করল আর না করল সেটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। যারা অভিযোগ করেছে এটা তাদের বিষয়- তাই এনিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাই না।